* দার্শনিক অনুসন্ধান (Philosophy Enquiry) কী? ভারতীয় দর্শনে দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রকৃতি আলোচনা করো।

=> এই দার্শনিক অনুসন্ধানের অভিপ্রায় বলা যায়, দার্শনিক অনুসন্ধান হল মূল সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান এবং মূলসত্তার অস্তিত্বের যৌক্তিক পরীক্ষা ও মূলসত্তাকে জানার মানুষের ক্ষমতার যৌক্তিক পরীক্ষা।

ভারতীয় দর্শনে দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রকৃতি (Nature of Enquiry in India Philosophy)

1. মানবজীবনের চরম লক্ষ্য অনুসন্ধানের প্রকৃতি: ভারতীয় দর্শন অনুসারে মানুষ দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে গঠিত সত্তা, মানুষ যা কামনা করে, তাকে ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ বলা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল- এই পুরুষার্থ কতপ্রকার? ভারতীয় দর্শন মতে পুরুষার্থ চারপ্রকার। তা হল- কাম, অর্থ, ধর্ম ও মোক্ষ, এই চারপ্রকার পুরুষার্থের মধ্যে পরম পুরুষার্থ কোনটি তা অনুসন্ধান করাই হল ভারতীয় দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। মোক্ষ কেন পরম পুরুষার্থ? এই সকল বিষয় অনুসন্ধানই ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য।

2) ভারতীয় দর্শনে অধিবিদ্যাগত তত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রকৃতি:

অধিবিদ্যাগত অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য হল জগতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করা, মূলতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে মতভেদ রয়েছে। জড়বাদী চার্বাক মতে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু - এই চারটি মহাভূত হল জগতের মূলতত্ত্ব, কেননা এই চারটি জড় মহাভূত থেকে যান্ত্রিকভাবে এই জগতের সবকিছু উৎপত্তি লাভ করেছে। আবার অদ্বৈত বেদান্তমতে জগৎ মিথ্যা, মূল সত্য হল নির্গুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর মিথ্যা। আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তী রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরই মূলতত্ত্ব। এই ঈশ্বর থেকে জগৎ ও জীব পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছে

আবার দ্বৈতবাদী সাংখ্য দর্শন মতে মূলতত্ত্ব পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের ফলে এই জগতের সব কিছুর অভিব্যক্তি ঘটেছে। আবার বহুত্ববাদী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে মূলতত্ত্ব বহু। চারটি মহাভূতের পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা এবং মন - এই সকল উপাদান ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

3) জ্ঞানবিদ্যাগত দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রকৃতি: ছয়টি ভারতীয় আস্তিক দর্শন বেদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বেদের ওপর অন্ধ আনুগত্য, অন্ধবিশ্বাস আস্তিক দর্শনগুলির ভিত্তি নয়। বরং যুক্তিতর্কের ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলি প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন তার নিজস্ব জ্ঞানতত্ত্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জ্ঞানতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তাদের অধিবিদ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন- চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধও বৈশেষিক দর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছে। জৈন, সাংখ্য ও যোগ দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেছে। ন্যায় দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেছে। প্রভাকর মীমাংসক এগুলি ছাড়াও অর্থাপত্তিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছে। বেদান্ত দর্শন ও ভাট্ট মীমাংসক প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছে।

সুতরাং, প্রমাণ বহু, প্রমেয়ও বহু, প্রমাতাও বহু, তাই এদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কীরূপ, তা অনুসন্ধানই করাই হল ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানবিদ্যাগত দার্শনিক অনুসন্ধানের বিষয়।

Scanned with CamScanner

মূল্যায়ণ — সুতরাং পাশ্চাত্য দর্শনের মতো ভারতীয় দর্শনেও অধিবিদ্যার বিষয়, জ্ঞানবিদ্যার বিষয় ও মূল্যবিদ্যার বিষয় অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner